

# আহলান ওয়া সাহলান শাহরু রমাদ্বন!

দারিবেশনামু



আন নূর মিডিয়া

শাবান ১৪৪২ হি. | মার্চ ২০২১ ঈ.

## আহলান ওয়া সাহলান শাহরু রমাদন!

প্রতীক্ষিত মেহমানের আগমন, সর্বোত্তম পাথেয় আহরণের এটাই সুযোগ

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা বলেন,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

“এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে আর তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। আর আমাকেই ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগণ!” (সূরা আল-বাকারাহ ২:১৯৭)

এই তাকওয়া আহরণের জন্যই সিয়াম সাধনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। সূরা বাকারাহ ২:১৮৩।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

রমাদন মাস আমাদের সামনে সমাগত। রমাদনের সিয়াম আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় তথা ফরজ। সিয়ামের আহকাম-আরকান, সিয়াম ভঙ্গের কারণ এসব নিয়ে আমরা অনেকটাই সচেতন। কিন্তু জিহ্বার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং বাজে কথা-কর্ম ও পাপাচার থেকে বিরত না হলে আমাদের পালনকৃত সিয়াম প্রতিদানের বেলায় মূল্যহীন হতে পারে এ আলোচনা আমাদের মধ্যে অনেকটাই কম। সুতরাং আসুন সচেতন হই, রমাদনে হিসাব করে কথা বলি, অধিকতর তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করি এবং এই তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি দিয়েই যেন হয় সারা বছরের পথ চলা। বিগত জীবনের যাবতীয় পাপ-পংকিলতা-বদভ্যাস পরিহারের মধ্য দিয়ে জীবনকে নতুনভাবে সাজানোর এমন উত্তম উপায় পরবর্তী সময়ে হয়তো আর নাও আসতে পারে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

“মানব সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু সিয়ামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সিয়াম শুধুমাত্র আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব” (সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ কি পরিমাণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করে এর প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়া হবে এর কোন হিসাব নেই, শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন সিয়ামের পুণ্যের ভাণ্ডার কত সুবিশাল হবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাদন মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে” (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮)

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাদনের রাতে কিয়াম (রাতের সলাত আদায়) করে, তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়” (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৭)

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কদরের রাতে সলাতে দণ্ডায়মান হবে, তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে” (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০১)

উপর্যুক্ত হাদিসগুলো সুসংবাদ দিচ্ছে, রমাদন মাসে বিগত জীবনের গুনাহসমূহের ক্ষমা পেতে সিয়াম পালন, ক্বিয়ামুল লাইল ও লাইলাতুল কদরের ক্বিয়াম, এই তিনটির সাথেই থাকতে হবে ইমান ও বিশ্বুদ্ধ নিয়্যাত তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি-সওয়াবের প্রত্যাশা।

মনে রাখতে হবে, মুমিন-মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই সিয়ামের বিধান মেনে নিতে বাধ্য। আর সিয়াম কেবল খাবার-পানীয় থেকে দূরে থাকার নাম নয়। যাবতীয় বাজে কথা-কর্ম, মুর্খতা ও পাপাচার থেকেও অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ এবং মুর্খতা (ইলমহীন কথা-কর্ম) পরিত্যাগ করতে পারল না, তার সিয়াম রেখে শুধুমাত্র পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই” (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৩)

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَزِفْتُ يَوْمِيذٍ وَلَا يَصْنَعُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَأَيُّنْ إِيَّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে সে যেন অশ্লীল আচরণ ও চেচামেচি করা থেকে বিরত থাকে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে লড়তে আসে (ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়) তবে সে যেন তাকে বলে 'আমি সাইম' (অর্থাৎ সওম পালন অবস্থায় আমি গালিগালাজ ও মারামারি করতে পারি না)” (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫১)

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

رُبَّ صَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرُ

“এমন অনেক সওম পালনকারী আছে যার সওম পালন থেকে প্রাপ্তি হচ্ছে শুধুমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। তেমনি কিছু মুসল্লি আছে যাদের সলাত কোন সলাতই হচ্ছে না। শুধু যেন রাত জাগছে” (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৮৪৩)

অর্থাৎ সলাত আদায় ও সিয়াম পালন সুল্লাত মোতাবেক না হওয়ার কারণে এবং বাজে কথা-কর্ম, মুর্খতা ও পাপাচার ত্যাগ না করায় তাদের সওম ও সলাত কোনটাই কবুল হচ্ছে না।

সুতরাং আমরা নিজ হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করবোঃ

১. মিথ্যা কথা, মিথ্যা গল্প-কৌতুক এসবে শরীক হব না অর্থাৎ নিজে করব না, কাউকে করতে দেখলে তাকে সিয়ামের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে আসবো।

২. গীবত-সমালোচনা, কারো অনুপস্থিতিতে তার ভুল-মন্দ নিয়ে কথা বলা, অনেকের সামনে তাকে অপমান-অসম্মান করা এসবের ধারে কাছেও যাব না।

৩. মজলিস জমানোর জন্য চাপাবাজি, নিজেকে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের চেষ্টা, কোনো কাজ না করেও ঐ বিষয়ে প্রশংসা পেতে সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে গল্প উপস্থাপন, দাওয়াতি কাজে বা দল ভারী করতে জনতা বা সমর্থকদের মিথ্যা-অবাস্তব আশ্বাস দেয়া এসবের কোনটাতেই আমরা যাবো না।

৪. কারো পক্ষে-বিপক্ষে কোন কিছা-কাহিনী, কথা বলা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আত্ম জিজ্ঞাসায় লিপ্ত হব এটা কি আল্লাহর জন্য করতে যাচ্ছি নাকি অন্য কারো সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে।

সর্বোপরি আল্লাহর জন্য মন ও জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ এ মাসে আমাদের প্রধানতম দায়িত্ব। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ঘোষণাঃ

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

“আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মাঝে ঝগড়া-বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য দুষমন” (সূরা বানী ইসরাইল ১৭:৫৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন কথা বললে ভাল কথা বলে নতুবা চুপ করে থাকে” (সহীহ বুখারী)

এই হাদীসের মর্মানুযায়ী ভাল কথাই বলতে হবে। আর ভাল কথা না থাকলে চুপ করে থাকা জরুরি।

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা! স্মরণ রাখবেন জিহ্বার হিফাজতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলঃ

১. অধিক পরিমাণে আল কুরআন তিলাওয়াত করা ও
২. সর্বদা আল্লাহর যিকর-আজকারে মশগুল থাকা।

কেননা বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তার সঙ্গী হন, শয়তান তার ধারে কাছেও আসতে পারে না। সুতরাং যখনই সুযোগ পান কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং সর্বদা আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকুন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ

“কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার শোকর করতে থাক, না-শোকরী করো না” (সূরা আল বাকারাহঃ ১৫২)

হাদিসে বর্ণিত কিছু উত্তম যিকর রয়েছে তা সর্বদা পাঠ করতে চেষ্টা করুন। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা হাওলা ওয়া লা ক্বওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি। এর প্রতি বাক্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফজিলত বর্ণিত রয়েছে যা আমাদের প্রত্যেকের কম বেশি জানা আছে।

### যেভাবে শুরু করবেন রমাদনের প্রস্তুতি গ্রহণঃ

ক. রমাদনের প্রারম্ভেই যথা সম্ভব প্রার্থিব কাজ কমিয়ে ফেলুন যাতে কাজের ব্যস্ততায় রমাদনের ফজিলতপূর্ণ সময় অবহেলায় কেটে না যায়। মা-বোনেরাও যেনো রমাদনের বারাকাহ থেকে বঞ্চিত না হন সে দিকে লক্ষ্য রাখুন। তাদেরকে আত্মশুদ্ধি এবং তাকওয়া অর্জনের নাসিহাহ প্রদান করুন। সাংসারিক কাজের ব্যস্ততা যেনো রমাদনের অপরিহার্য কাজ এবং ইবাদাত থেকে মহিলাদের দূরে সরিয়ে না রাখে সে দিকটা খেয়াল রাখুন। তাদের কাজগুলো হালকা করে দিন, অবসর সময়ে ঘরে অবস্থান কালে তাদের কাজে সাহায্য করুন।

খ. রমাদন সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করুন। পরিবারের সবাইকে নিয়ে রমাদনের সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদাতের মাসআলা মাসাইল আলোচনা করুন, এতে আপনি রমাদনের ইবাদাতসমূহ সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরনা বৃদ্ধি পাবে। রমাদন সম্বন্ধে আপনি যত



বেশি জানবেন তত বেশি ইবাদাত করে আপনার প্রতিদানকে বহুগুণে বাড়িয়ে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

গ. রমাদন আসার পূর্বেই শা'বান মাসে যথা সম্ভব নফল সওম রাখার পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে এতো বেশি পরিমাণে সওম পালন করতেন যে, আমাদের মনে হত, তিনি আর সওম ত্যাগ করবেন না। আবার যখন সওম ত্যাগ করতেন, আমাদের মনে হত, এবার আর সওম পালন করবেন না। এবং আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমাদন মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে পরিপূর্ণ সওম পালন করতে দেখিনি; এবং শা'বান মাসের মত এতো বেশি পরিমাণে সওম অন্য কোন মাসে পালন করতে দেখিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

### রমাদনে যেসকল ইবাদতে বেশি মনোযোগ দেবেনঃ

ক. যথা সময়ে ফরজ সলাত আদায় করুন এবং যথা সম্ভব নফল সলাত আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন।

খ. রমাদনের সিয়াম যত্ন সহকারে পালন করুন। সওম ভঙ্গ করে বা হাঙ্কা করে দেয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকুন। এসব কাজের আশেপাশে না যেতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন।

গ. বেশি বেশি আল কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং তাসবীহ-তাহলীল, যিকর আজকারে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

ঘ. নিয়মিত কিয়ামুল লাইল আদায় করুন।

ঙ. লাইলাতুল ক্বদর অন্তর্ভুক্ত রমাদনের শেষ দশকে আল্লাহর ইবাদাতে অধিক মনযোগী হোন। সম্ভব হলে মাসজিদে ইতেকাফ করুন। ক্বদরের রাত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে মূলত সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো” (সুনানে নাসাঈ ২১০৫)

চ. বেশি বেশি দান-সদাকা করাঃ আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

“অতএব, যে দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে। আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সহজ করে দেবো।” (সূরা আল-লাইল ৫-৭)

“আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল, রমাদনে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন। রমাদন মাসে তিনি প্রবাহিত বাতাসের মতো দান করতেন।” (সহিহ বুখারী ০৫, ইফাবা হাঃ ০৫, সহিহ মুসলিম ৩২০৮)।

ছ. ইফতার শুরু করুন খেজুর অথবা পানি দ্বারা এবং সায়েমদের ইফতার করান, বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজন, অসহায়, গরিব মুসলিম ও মুজাহিদদের মধ্যে খেজুর ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করুন।

## যাকাতঃ

যাকাত হচ্ছে মুসলিম বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার আরেক ফরজ বিধান, ইসলামের ৫টি মূল স্তম্ভের অন্যতম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ)

“ইসলাম ৫টি বুনিয়াদের উপর নির্মিত, এই স্বাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সলাহ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হাজ্জ আদায় করা ও সিয়াম পালন করা” (সহিহুল বুখারী)

সুতরাং কালেমা ছাড়া যেমন কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারেনা তেমনি এই ৫টি স্তম্ভের কোনটি অস্বিকারকারী নিজেকে মুসলিম দাবী করতে পারবেনা।

সারা বছরের আয় ইনকামের একটা অংশ গরিব মিসকিনসহ যাকাতের নির্দিষ্ট খাতগুলোতে এই অর্থ ব্যয় করতে হবে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মূলত আমাদের সম্পদকে আমরা হালাল করে নেই। যাকাত প্রদানের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তা আদায় না করলে আমাদের সমোদয় সম্পদ হারাম সম্পদে



পর্যবশিত হবে। এই বিধানে ত্রুটিকারীর বেপারে খুব কড়া হুশিয়ারী এসেছে। আবু বাকর রা. যাকাতের উটের একটি রশি দিতে অস্বীকার কারির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

অথচ আমাদের সামাজিক জীবনে এই যাকাতের বেপারে পড়াশোনা ও চর্চা আশংকাজনক হারে কম। যাকাতের বিধানগুলো জানে এমন লোকের সংখ্যা হাতে গুনা যাবে। অধিকাংশ মানুষ তাদের উপর ফরজ হয়ে থাকা যাকাত বছরের পর বছর না দিয়ে নিজেদের হালাল ইনকামের টাকা হারাম করে তা ভোগ করছে। তাই এই রমাদনেই হোক এই যাকাতের সকল মাসআলা মাসায়েল জেনে তা আমলের সুচনা।

আসুন এবার যাকাতের কিছু বিধান সংক্ষেপে জেনে নেই।

**যাকাতের শর্তসমূহঃ** কারো হাতে গচ্ছিত অবস্থায় সাড়ে ৭ ভরি সোনা বা সাড়ে ৫২ ভরি রুপার সমপরিমান সম্পদ ১ বছর থাকলে তার উপর শতকরা ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হবে, অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকায় আড়াই টাকা। উলামাগন বলেন সাড়ে ৭ ভরি সোনার চেয়ে সাড়ে ৫২ ভরি রুপার হিসাবকে মানদণ্ড ধরে তা আদায় করা অধিকতর উত্তম। আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারছি না তাই এই মাসআলাগুলো নিকটবর্তী উলামাগন বা কিতাবাদী থেকে বিস্তারিত জেনে নিয়ে যথা নিয়মে তা আদায় করতে হবে।

**যাকাতের খাতসমূহঃ** যাকাত যেমন আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন তিনি তার খাতগুলোও আমাদের জন্য বলে দিয়েছেন। সূরা তাওবাতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“যাকাত হচ্ছে কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্থদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়” (সূরা তাওবাহঃ ৬০)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন, আমাদের ফরজ যাকাতগুলো এই ৮টি খাতের মধ্যেই সিমাবদ্ধ রাখতে হবে। এই ৮টির মধ্যে অন্যতম একটি খাত হচ্ছে ফি সাবিলিল্লাহ

তথা আল্লাহর রাস্তায়। জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের পথে আমাদের যাকাতের একটা অংশ নির্ধারন করা হয়েছে। আর আমরা সবাই জানি বর্তমান বিশ্বে কোথাও আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত নাই, তবে আল্লাহর পথের জানবাজ মুজাহিদগন তাদের রক্তের শেষ ফোটাটুকু দিয়ে হলেও দ্বীন কায়েমের এই কঠিন পথে মরনপন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করে যাচ্ছেন। এখন আমরা যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল ও যাকাত প্রদানের যোগ্য তাদের উপর কর্তব্য হচ্ছে দ্বীনের এই অগ্রযাত্রায় নিজেদেরকে शामिल করে নেওয়া। এটা কোন করুনা নয় বরং আমাদের কর্তব্য।

তাই আমরা সকল মুসলিমদেরকে আহ্বান করবো তারা যেনো তাদের যাকাতের বড় একটা অংশ বা পুরোটাই আল্লাহর রাস্তায় দেন। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ তাআলা আয়াতে ৮টি খাতের কথা উল্লেখ করেছেন তাহলে আমরা কেনো শুধু আল্লাহর রাস্তায় দানের কথাটাকে বেশি ফোকাস করছি? এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা আমাদের মুসলিম সমাজ ভুলেই গেছে, যা স্মরণ করলেও স্মরণে আসেনা, এবং তারা মনে করে এটা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবাদের যুগে ছিলো, আমাদের যুগে বা আমাদের দেশে নাই। মুজাহিদদের সাহায্য সহযোগিতা করা, তাদের পরিবারের ভরন পোষন করা ও যারা বন্দী আছেন তাদের মুক্ত করা, এগুলো আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত সদাকাপ্রাপ্তির অন্যান্য খাতগুলোর অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“তারা আল্লাহর ভালোবাসায় অভাবগ্রস্থ, এতিম ও বন্দীকে আহাৰ্য দান করে।” (সূরা আল ইনসান ৮)

উল্লেখ্য, ইমান ও কুফরের যুদ্ধ চিরন্তন। এ যুদ্ধ ততদিন চলবে যতদিন না আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয় এবং সকল প্রকার শিরক ও কুফর পরাজিত ও পরাভূত হয়। উপমহাদেশের এই অঞ্চলে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যে সকল ভাইয়েরা নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে এই জিহাদী কাফেলায় শরিক হয়েছিলো তাদের অনেকেই আজ ত্বগুতের জিন্দান খানায় বন্দী হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। তাদের অনেকেই হত্যা করা হয়েছে, অনেকের উপর চালানো হয়েছে নির্যাতনের স্টিম রুলার, এখনো চালানো হচ্ছে অমানবিক নির্যাতন- যা এই স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করা অসম্ভব। অনেকেই দীর্ঘ কারাভোগের পর ত্বগুতের প্রহসন মূলক বিচারে মৃত্যুদভাদেশের মাধ্যমে

হত্যা করা হয়েছে (ইনশাআল্লাহ শহিদ), আবার অনেকের এখন তা কার্যকর করার ঘণ্য পরিকল্পনা চলছে।

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুধু একটাই তারা আল্লাহর দ্বীনের বিজয় চেয়েছেন। তারা তো আমাদেরই ভাই, আমরা কি করে তাদের ভুলে থাকতে পারি! কি করে ভুলে থাকতে পারি ঐ সকল মাযলুম বোনদেরকে যারা এই অঞ্চলের তুগুতের বাহিনী দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তুগুতের টর্চার সেলরুপী কারাগারে বন্দী থেকে অমানবিক জীবন যাপন করছেন। অথচ আমরা মুক্ত অবস্থায় পরিবার পরিজনের নিকট অবস্থান করে আরাম আয়েশে সময় কাটাচ্ছি। সুস্বাদু মুখরোচক পানাহারে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি। কি জবাব দেবো আল্লাহর কাছে! যদি আমরা ঐ মাযলুমদের আর্তনাদে তাদের উদ্ধারে এগিয়ে না যাই।

যুলুমের চার দেয়ালের মাঝে অন্তরীণ থাকায় তাদের কষ্টের আহাজারি তো ঐ দেয়াল ভেদ করে আমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায়না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের অসহায়ত্ব জানেন, মাযলুমের আর্তনাদ শুনে। তারা তো ঐ সকল অসহায় মানুষ যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দায়িত্ব পালনে একনিষ্ট ও সতর্ক হতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছোনা ঐ সকল অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলছে, হ্যাঁ আমাদের রব! আমাদেরকে এই যালিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে বের করে নিয়ে যান। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অলি (অভিভাবক) নিয়োগ করে দিন। এবং আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী নিয়োগ করে দিন।” (সূরা নিসাঃ ৭৫)

সুতরাং এই সকল মাযলুম বন্দী মুসলিমদের সাহায্যে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে মুক্ত করতে একদিকে যেমন আমাদেরকে আল্লাহর রাহে অস্ত্র ধরতে হবে, নিতে হবে সামরিক প্রস্তুতি- অন্যদিকে ব্যয় করতে হবে সম্পদ ও প্রিয় জিনিস। এটাই আল্লাহর হুকুম। নতুবা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আমাদের জবাব দেওয়ার মতো কোন উজর থাকবেনা। সমগ্র মানবজাতির সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে। পাকড়াও হতে হবে কঠিন শাস্তিতে। আমরা আল্লাহর সে শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই যা তিনি তার হুকুম অমান্যকারী বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল বান্দারা যথার্থই আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করেছেন। আমাদের জন্য রেখে গেছেন অনুসরণীয় অনুপম আদর্শ। তারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে যেহেতু যাকাত আদায় করে তা বন্টন করার মত কোন বৈধ অর্থটি নাই তাই আমাদের যাকাতগুলো আমাদেরকেই আদায় করে নিতে হবে, এই ক্ষেত্রে ‘ফি সাবিলিল্লাহ’ খাতে টাকাটা দিলে অন্যান্য প্রায় সকল খাতেই দেয়া হয়ে যায়। কারন ফি সাবিলিল্লাহ’তে যারা কাজ করতে গিয়ে বন্দী হয়েছেন তাদের পরিবারগুলো ফকির ও মিসকিনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, এদের মধ্যে অনেকে ঋনগ্রস্থ, অনেকের জীবনযাপন মুসাফিরের মত। এই সব দিক বিবেচনা করলে এই খাত (ফি সাবিলিল্লাহ) বর্তমানে এমন এক খাত যার মধ্যে প্রায় আটটি খাতই কমবেশি পুরা হয়ে যায়। তাই আমাদের উচিত এই বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যাকাতের টাকাগুলো আদায় করা। আল্লাহ তাওফিকদতা।

**যাকাতের সময়ঃ** যাকাত বছরের যেকোন সময় দেওয়া যায়। তবে রমাদন যেহেতু বরকতের মাস এবং এই মাসে প্রত্যেকটা সৎ আমলের সওয়াব দিগুন বহুগুন হয়ে যায় তাই রমাদনকে টার্গেট করেই যাকাত আদায় করা উত্তম বলে মত দেন উলামাগন। তাই রমাদনের যেকোন একটা দিন নির্দিষ্ট করে সেই দিন থেকেই আপনার যাকাতের বছর গননা করতে পারেন। যেই দিন নির্ধারিত করবেন সেই দিন থেকে পরের বছরের রমাদনের একই দিন পর্যন্ত সাড়ে ৫২ ভরি রুপা বা তার বেশি যেকোন পরিমান কোন প্রকার ব্যবহার হওয়া ছাড়াই আপনার হাতে গচ্ছিত থাকবে তার উপর ২.৫% হিসাব করে যাকাত আদায় করবেন।

**যাকাত বিফলে যাওয়ার কারন সমূহঃ** আপনি যে যাকাত আদায় করছেন তা কাউকে করুনা বা অতিরিক্ত রহম করছেন না। বরং আপনার সম্পদকে হলাল করে নিচ্ছেন। সুতরাং যাকে যাকাত দিচ্ছেন তার প্রতি আপনার বিন্দু পরিমান করুনার প্রদর্শন আপনার যাকাতকে নষ্ট করে দেবে। যাকাত দিতে হবে উৎকৃষ্ট মাল দিয়ে, কমপক্ষে মাঝারি মানের দিতে হবে। এই কথাটা বিশেষ করে যাকাতের পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যাকাত নষ্টের আরেকটা কারন হচ্ছে রিয়া বা লোকদেখানো কাজ। এই কাজটি আপনার যাকাতের পুরো সওয়াবটাই বিফল করে দেয়। আপনার যাকাত প্রকাশ্যে দিতে পারবেন না এমন নয়। তবে তা যেনো কোনভাবেই লোক দেখানোর জন্য বা লোকের বাহবা পাওয়ার জন্য না হয়। আল্লাহ



আমাদের যাকাতগুলোকে আমাদের জান্নাত প্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারন বানিয়ে দিন, আমিন।

যাকাতুল ফিতর বা ফিতর এর যাকাতঃ রমাদন এলেই যাকাতুল ফিতর এর প্রসঙ্গ এসে যায়। কারন ১ মাস সিয়াম সাধনার পরে ঈদুল ফিতরের দিনে আমরা যখন সামাজিকভাবে আনন্দের দিন কাটাই তখন এমন অনেক মানুষ থাকে যাদের মুখে খাবার যোটেনা। তাই সবাই যেন ঈদ আনন্দে শরিক হতে পারে সেই জন্য এই যাকাতুল ফিতরের বিধান দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। যাকাতুল ফিতরের আরেকটি কারন হচ্ছে, রোযাদারের পবিত্রতা অর্জন ও সিয়ামে পূর্ণতা আনা। স্বভাবতই ১ মাস সিয়াম পালনের সময় অনেক ভুলভ্রান্তি ও সিয়ামকে হালকা করে এমন কাজ বা কথা হয়ে থাকতে পারে, এই ঘটতিগুলো পূরনের মাধ্যম হচ্ছে যাকাতুল ফিতর। ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

رَزَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

“যাকাতুল ফিতর হচ্ছে সিয়ামপালনকারীর জন্য অহেতুক কথা ও কাজ এবং অশ্লিলতা থেকে পবিত্রকারী ও মিসকিনদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা। সুতরাং যে উহা (ঈদের) সলাতের পূর্বে আদায় করবে তারটা কবুল হবে, কিন্তু সলাতের পরে আদায় করলে তা সাধারণ দান সদাকা হিসাবে গন্য হবে (ফিতরের যাকাত হিসাবে তা কবুল হবেনা)” (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ)

সুতরাং ফিতরের যাকাত অবশ্যই ঈদের সলাতের আগে আদায় করে তারপর ঈদের সলাতে যেতে হবে।

যার ঘরে একদিনের খাবারের অতিরিক্ত খাবার থাকবে তার উপর ফিতরের যাকাত ওয়াজিব এবং তা পরিবারের ছোট, বড়, দাসদাসী, বালগ, নাবালগ সবার পক্ষ থেকেই আদায় করতে হবে। যাকাতুল ফিতরের পরিমান হচ্ছে এক সা’ খাদ্য। এক সা’ হচ্ছে পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষ ২ হাতের আজলা ভরে যতটুকু খাদ্য নিতে পারে সেরকম ৪ আজলা। অর্থাৎ, ৪ আজলা = ১ সা’। বর্তমানে কেজির হিসাবে তা কিছুটা ভিন্নতার সাথে আনুমানিক ২৪০০ গ্রাম থেকে ২৫০০ গ্রাম এর মধ্যে হয়। নিরাপদ পদ্ধতি হচ্ছে আপনি আপনার ২ হাত এক করে ৪ বার নিয়ে সেটাকে ১ সা’ (صاع) হিসাব

করে পরিবারের সবার পক্ষ থেকে দিয়ে দিতে পারেন। ১ জনের জন্য ১ সা'। এভাবে পরিবারে যত সদস্য থাকবে তত সা' খাদ্য দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করবেন।

**আদায়ের পদ্ধতিঃ** আপনার আশেপাশে গরিব মিসকিন ইয়াতিমসহ অভাবী যারাই থাকবে তাদেরকে ফিতরের যাকাত নিজ হাতে দিয়ে দিবেন। এই ক্ষেত্রে গরিব আত্মীয়দেরকে প্রাধান্য দিবেন। যাকাতুল ফিতর খাদ্য দিয়েই আদায়যোগ্য, সুতরাং খাদ্যের মূল্য দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করবেন না। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগন কেউ মুদ্রা দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করেননি। তাই খাদ্য দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করাটাই বুনিয়াদী ও নববী পদ্ধতি। আল্লাহ আমাদেরকে ফিতরের যাকাত পূর্ণভাবে আদায়ের তাওফিক দান করুন, আমিন।

### রমাদনকে বিদায় জানানোঃ

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় করুন এই মাসকে ভালোভাবে বিদায় জানান এবং আল্লাহর নিয়ামতরাজিকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করুন, আর নাফসের কুপ্রবৃত্তি ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখুন এবং বিগত দিনগুলোতে যা হারিয়েছেন তা অর্জন করার চেষ্টা করুন, কেননা যে মাসটি শেষ হতে চলল আগামী দিনে এই মাসটিই আপনার পক্ষে বা বিপক্ষে স্বাক্ষী হবে। তাই তাওবাহ ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটান। হে রবের কারীম! আপনি যদি আমাদের জন্য আবার এই মাসটি নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে তাতে বারাকাহ দিন। আর যদি আমাদের মেয়াদ শেষের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন আমাদের যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদেরকে এর উত্তম প্রতিনিধি বানান। যারা গত হয়ে গেছে তাদের উপর আপনার রহমত প্রসারিত করে দিন। আমাদের সকলকে আপনার অফুরন্ত রহমত ও অব্যাহত ক্ষমা নসিব করুন। হে আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতাকে এবং জীবিত-মৃত সকল মুসলিম ও মর্দে মুজাহিদদেরকে আপনার দয়ায় ক্ষমা করুন। আ-মীন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ